-::: ভারতীয় দণ্ডবিধির 498(A) এর অপব্যবহার :::-

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী নির্যাতন,' **বরপন বা 'পণপ্রথা'** নামক এক অমানবিক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুসারে কন্যা বা পাত্রীকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রীর বাবা-মায়ের তরফ থেকে পাত্র-পক্ষকে উপহার বা উপঢৌকন এবং নির্দিষ্ট অংকের টাকা পন হিসাবে দিতে হতো। এই থেকেই শুরু হতো যত দাবি, আর এই দাবি মেটাতে না পারার জন্য শুরু হতো মেয়েটির উপর অকথ্য অত্যাচার। ধনী দরিদ্র সবাই এই পণপ্রথা নামক **সামাজিক গার্হস্থ্য হিংসার** স্বীকার হয়েছেন।।

১৯৮৩ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর ভারত সরকার এক যুগান্তকারী আইনের মাধ্যমে বরপন বা পণপ্রথা নামক কুসংস্কারের দাঁত নখ থেকে নারী সমাজকে রক্ষা করতে, এবং এই সমস্ত গার্হস্থ্য হিংসাকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৬০ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের সংশোধন করে **সংবিধানের XX-A ধারায় ৪৯৮(A) বা পণপ্রথা বিরোধী আইন** সংযুক্ত করা হয়।

(Indian Penal Code) I.P.C 498(A) ধারাটি অ -জামিনযোগ্য হওয়ায় এই আইন অনুসারে অভিযোগকারী স্বামী ও তার স্ব-পরিবারকে তদন্ত ছাড়াই গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ এই ধারার অপব্যবহার শুরু হতে থাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমানে আই.পি.সি 498(A) যতটা না নির্যাতিতা মহিলাদের রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তার থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় পাত্রপক্ষকে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অপদস্ত করার জন্য। শিক্ষার হার বৃদ্ধি আর্থিক নিরাপত্তা এবং আধুনিককরণের সাথে সাথে আরও স্বাধীন এবং কিছু উগ্র শ্রেণীর নারীবাদীরা I.P.C এর **498(A) ধারাকে 'ঢালের পরিবর্তে অস্ত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করে তুলেছে'**। যার ফলস্বরূপ বর্তমান সমাজে অনেক অসহায় স্বামী ও তাদের পরিবারকে প্রতিহিংসাপরায়ন পুত্রবধূদের শিকারে পরিণত হতে হয়েছে এই ধারাটির অপব্যবহারের পরিমাণ এতটাই বেড়েছে যে পরবর্তীকালে এটি একটি **'Standard Malpractice'**এ পরিনত হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট 2005 সালে **সুনীল কুমার শর্মা বনাম** ইউনিয়নের ঘটনায় **I.P.C 498(A)এর অপব্যবহারটিকে 'Legal terrorism'** আখ্যা দিয়েছেন।

National Crime Record Bureau(NCRB), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারা প্রকাশিত **"Crime in india statistic"** দেখায় যে 2012 সালে সমগ্র ভারতে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। I.P.C 498(A) ধারার অধীনে অপরাধের জন্য, যা 2011 সালের তুলনায় **9.4%** এর বেশি ।

2011 এবং 2012 সালে এই ধারার অধীনে গ্রেপ্তার ক্রীতদের প্রায় **এক চতুর্থাংশই নারী অর্থাৎ ৪৭ হাজার ৯৫১ জন - যা চিত্রিত করে যে স্বামীদের মা ও বোনরা এই সামাজিক হিংসা ও নির্যাতনের কাজে অন্তর্ভুক্ত ছিল**। ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে সংগঠিত সমস্ত অপরাধের অধীনে গ্রেফতারকৃত মোট ব্যক্তিদের মধ্যে -এই দণ্ডবিধির অধীনে সংঘটিত অপরাধ এর অংশ 6%। যা অন্য যেকোনো অপরাধের চেয়ে বেশি।

এখনো পর্যন্ত ধারা 498 (A),(I.P.C) অধীনে মামলায় চার্জশিট করার হার ৯৩.৬ % পর্যন্ত। যেখানে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার মাত্র ১৫ শতাংশ। যা সমস্ত পরিসংখ্যান মধ্যে সর্বনিম্ন। **প্রায় ৩ লক্ষ ৭২০০০ হাজার ৭০৬ টি মামলা বিচারাধীন** রয়েছে যার মধ্যে বর্তমান অনুসারে **প্রায় ৩ লক্ষ ১৭ হাজারটি মামলা খালাস হওয়ার সম্ভাবনা** রয়েছে। ভারতে অপরাধের Report ২০১৩ সাল অনুসারে ন্যাশনাল **National crime record Bureau(NCRB)** আরো উল্লেখ করেছে যে ২০১৩ সালের শুরুতে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৯ মামলা বিচারাধীন ছিল। যার মধ্যে মাত্র 7258 টি মামলা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। ৩৮ হাজার ১৬৫ টি খালাস হয়েছিল এবং ৮২১৮টি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। **ধারা 498(A) I.P.C এর অধীনে নথিভুক্ত মামলাগুলির দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার ও 15.6% এ একটি বিস্ময়কর বিষয় ছিল।**

আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই যেখানে ভারতীয় দন্ডবিধি 498(A) ধারা প্রয়োগ করা হয়, কারণ তারা **একটি চাপযুক্ত দাম্পত্য সমস্যায় পড়লে স্ত্রী বা তার নিকটবর্তী আত্মীয়দের দ্বারা অপদস্তমূলক প্রচেষ্টা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়**। যার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 498(A) ধারার অভিযোগ অনুসরণ করে আদালতের বাইরে মামলা নিষ্পত্তির জন্য মোটা **অংকের অর্থের দাবি করা হয়।**

অতএব মিথ্যা অভিযোগ এবং I.P.C 498(A) ধারার অনৈতিক অনুশীলনের কারণে, নির্দোষ স্বামী এবং তার পরিবারকে মারাত্মকভাবে সামাজিক , অর্থনৈতিক ,মানসিক দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। **দুর্ভোগ এবং সামাজিক অবজ্ঞার এই সময়ে, কিছু পুরুষ হাল ছেড়ে দেয় এবং আত্মহত্যা করে।** এখানে আইনকে পুরো বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও জেরা করে ন্যায় পরায়ণভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যে আইনের জন্ম হয়েছিল সমাজের সুরক্ষার হেতু 'ঢাল' হিসাবে ব্যবহারের জন্য, অপপ্রয়োগের ফলস্বরূপ তা আজ পরিবর্তিত হয়েছে 'তলোয়ারে'। অবশ্য বর্তমানে I.P.C 498(A) অনুসারে সরাসরি কাউকে অপরাধী হিসেবে বন্দি করা যায় না। প্রথমে একটা **পুলিশ Inquiry হবে তারপর একটা Section 41 এর NOTICE** জারি হবে এবং তারপরেই অপরাধী ব্যাক্তিকে বন্দী করতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির 498(A)এর কিছুটা পরিবর্তন হওয়া সত্বেও বর্তমানে আজও এই আইনের অপব্যবহার সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, সর্বদিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করার পর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় যা, "কোন আইনের দ্বারা সামাজিক কুসংস্কার বা ব্যাধি দূর করা যায় না"। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং সমাজস্থ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

প্রিয়নাথ নস্কর

কুলতলী ড: বি আর আম্বেদকর কলেজ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)